[redacted]

[redacted]

[redacted]

কোটি ৭২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯৭টাকা। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও পৌরসভার কর পাওনা রয়েছে কয়েক কোটি টাকা। পাওনা টাকার পরিমান বেড়ে যাওয়ায় পৌরসভায় কর্মরত স্টাফদের বেতন ও পৌরসভার খরচ মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। অভিযোগ রয়েছে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশে পৌরসভাকে কর দেননি অনেক প্রতিষ্ঠান।

মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে বর্তমান চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কর দিচ্ছেন না। বিভিন্ন সময় কর চাইতে গেলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার মত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও তোয়াক্কা করতেন না। সরকার পালাবদলের পর পৌর পরিষদ অপসারণ করা হলে স্থানীয় সরকার পরিচালককে (ডিডি এলজি) কে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ দেয় সরকার। প্রশাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে ১ কোটি ৪৮ লাখ ৪ হাজার ৯৫৬ টাকা আদায় করেছে গত ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। কিন্তু চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত এখনো পাওনা রয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯৭ টাকা।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, ৯টি ওয়ার্ডের অধীনে সরকারি বেসরকারি মিলে ৯৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো থেকে পৌর কর পেয়ে থাকে। এর মধ্যে ১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে রয়েছে ১৬টি প্রতিষ্ঠান। বকেয়াসহ চলতি অর্থবছর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পাওনা রয়েছে ২৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯৯ টাকা। এর মধ্যে সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিকট পাওনা ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৩ লাখ ৯ হাজার ৬৮৪ টাকা, চলতি অর্থ বছরে পাওনা ৭৯ হাজার ৪২১ টাকা। উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিকট ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়া ১ লাখ ২৫ হাজার ৭২৭ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরে পাওনা ১ লাখ ৪৪ হাজার ২৩০ টাকা। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ইরেসপো) কার্যালয়ের নিকট ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ১ লাখ ২২ হাজার ১৮৭ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরের পাওনা ১ লাখ ৪০ হাজার ৬৯০ টাকা।

বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়া ৭২ হাজার ৩৮৮ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরে পাওনা ৭২ হাজার ৩৮৮ টাকা। ১ নম্বর ওয়ার্ডে পৌরসভার মোট পাওনা চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত ২৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯৯ টাকা। ২ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩টি। বকেয়াসহ এ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট পাওনা রয়েছে ৮ লাখ ৩৮ হাজার ২৮৪ টাকা। শুধুমাত্র সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৫ লাখ ৪৮ হাজার ৫১৫ টাকা।

ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আরিফুর রহমান জানান, এর আগে যে পরিমাণ কর ছিলো তা হেড অফিসের অনুমোদন ছিলো। পরবর্তিতে পৌর কর বেড়ে যাওয়ায় হেড অফিসের অনুমোদন পেতে সময় লাগে। যে কারণে বকেয়া তৈরি হয়েছিলো। তবে বর্তমান প্রশাসক মহোদয়ের আহবানে আমরা ৩৫ লাখ টাকারও বেশি কর পরিশোধ করেছি।

তবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে পৌর কর কেন দেওয়া হয়নি তার সদুত্তর না দিয়ে বলেন বুঝে নেন।

মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মো: শামিম হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানসহ সেবাগ্রহিতারা যদি নিয়মিত কর পরিশোধ না করেন তবে পৌরসভার ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে যাবে। যেখানে প্রতিমাসে স্টাফ বেতনসহ বিভিন্ন খরচ রয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম অবহিতকরণ সভা

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে “এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম ২০২৪” সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২২অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা তথ্য অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এ অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ্ আল মামুনের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীর, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন, মাঝিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুৎ ছবি বিশ্বাস, শিক্ষার্থী মৌসুফা ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে “এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম ২০২৪” সম্পর্কে অবহিতকরণ সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল।

গাংনীতে আবারও ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বোমা, কাফড়ের কাপড় ও সাবান উদ্ধার

আবারও ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাতবোমা, কাফনের কাপড়, সাবান ও আগরবাতি রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি গ্রামের ব্যবসায়ী সুমন আলীর বাড়ির হেসেল ঘরের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

এনিয়ে গত এক মাসে গাংনী উপজেলার পৃথক তিনটি স্থানে হাতবোমা, কাফনের কাপড় ও চিরকুট রেখে গেছে।

গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বাড়ির মালিকের ফোন কল পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এতে লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোমা, এক টুকরো কাফনের কাপড়, দুটি শাবান ও আগরবাতি উদ্ধার করা হয়। গৃহকর্তা সুমনের বাড়ির হেসেল ঘরের চুলার পাশে এগুলো রেখেছিল দূবৃর্ত্তরা। বোমা দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রাখা হয়েছে।

গৃহকর্তা সুমন আলী জানান, সকালের আমার স্ত্রী রান্না করতে গিয়ে এগুলো দেখে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। পরে এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পে খবর দিলে পুলিশ এসে এগুলো উদ্ধার করেন। তিনি বলেন, আমাকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বা কাউকে ফাঁসানোর জন্য হয়তো দূর্বৃত্তরা একাজ করেছে।

সুমন আলী আরও জানান, কয়েকদিন আগে গ্রামের মামা সম্পর্কের ইকবার

আলী, মিয়াজান আলী আমাকে গ্রাম থেকে ৫/৬ মাসের মত চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তার আগে ৬ আগষ্ট কড়ইগাছি বাজারে আমার জুদ সেন্ডেল ও কাপড়ের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন বলেন, লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি হাত বোমা, এক টুকরো কাফনের কাপড়, দুইটি সাবান, আগরবাতি উদ্ধার করা হয়েছে। কাউকে ফাঁসানোর জন্য নাকি হুমকী দেওয়ার জন্য এগুলো রেখে গেছে পুলিশ তদন্ত করছে। এঘটনায় মামলা হবে।

মেহেরপুরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালন

ছাত্র-জনতা অঙ্গীকার নিরাপদ সড়ক হোক সবার এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২২অক্টোবর) সকালে ১০টার সময় জেলা প্রশাসক ও বিআরটিএ আয়োজন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হল রুমে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার আকাশ কুমার কুন্ডের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ পরিদর্শক বজলুর রহমান, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক, সহকারী প্রধান শিক্ষক সেকেন্দার আলী, সিনিয়র শিক্ষক হাসান ফেরদৌস, মেহেরপুর জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধ আশিক রাব্বি, বিআরটিএ অফিস সহায়ক আবুল কালাম আজাদ।

এ সময় জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর বিআরটিএ ইন্সপেক্টর জিয়াউর রহমান।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে মেহেরপুরে মশাল মিছিল

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার রাত ৮ টায় মেহেরপুর শহীদ ডক্টর শামসুজ্জোহা নগর উদ্যান থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে মিছিলটি শেষ করা হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

এই সময় বক্তারা বলেন দ্রুত সম্ভব রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করতে হবে এবং তাকে জাতির উদ্দেশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করতে হবে আমাদের উপর যারা হামলা করেছে আমরা তাদের দ্রুত বিচার চাই অনেক কষ্ট করে দেশ স্বাধীন করেছি আমরা আমার ভাইদের তাজা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইমতিয়াজ আহমেদ, আশিক রাব্বি, তামিম ইসলাম, নাসিম রানা বাঁধন ও সাইদ আহমেদ প্রমুখ।

গাংনীতে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন দোকান অপসারণে সরেজমিনে তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন (মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার) দোকান ঘর অপসারণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত

করেছে জেলা প্রশাসক গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যরা।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এসবি কাউন্টারের সামনে স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা। এসময় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় জড়ে হয় ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। তদন্ত কমিটির কাছে জনগনের চাওয়া ও দাবীকে গুরুত্বের সাথে দেখে অপসারণ কাজ দ্রত বাস্তবায়ন চান উপস্থিতিরা।

আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।

গাংনী বাজার দারুচ্ছালাম মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী মোঃ মহসিনের সভাপতিত্বে তদন্ত কমিটির আহবায়ক মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক এবং মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তদন্ত কমিটির প্রধান বলেন, আমি আসার সময় দেখেছি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গাংনী বাজারের প্রত্যেকটা দোকানদার তাদের দোকান বন্ধ করে এখানে অবস্থান নিয়েছেন। এটাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আমার ভালো লেগেছে। সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছি। এই যে একতা এটাকে সকলে মিলে ধরে রাখবেন। একটা ভালো কাজের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জনগণ সকলে মিলে এক হওয়া এটা অনেক ভালো। জনতার যে দাবি সকলে একত্রিত থাকলে সেই দাবি বাস্তবায়িত হয়। দুশ্চিন্তার কোন কিছু নেই। জনগনের দাবীর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্য তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হবে।

পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গাংনী পৌর প্রশাসক প্রীতম সাহা, গাংনী বাজারের এস এম প্লাজার স্বত্বাধিকারী রবিউল ইসলাম, সাংবাদিক তোফায়েল হোসেন, গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মাহবুবুল ইসলাম স্বপন।

পরে তদন্ত কমিটির সদসরা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

তদন্ত কমিটির সামনে গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও সংলগ্ন মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভাণ্ডার অপসারণের জোর দাবী জানান।

তদন্ত কমিটিতে মেহেরপুরের সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদের সহকারি প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে হাটবোয়ালীয়া সড়কের সংযোগ স্থলে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার অপসারণে দাবীতে গত ২৪/০৯/২০২৪ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক,সড়ক ও জানপদ বিভাগ, জেলা পরিষদ, মেহেরপুর জেলায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন স্থানীয়রা। উক্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী জনগুরুক্তপুর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিকে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশনা দেন জেলা প্রশাসক।

শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির যাত্রা শুরু

মুজিবনগরে মাটিতে এই প্রথম সদস্যদের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগরের একমাত্র সাংবাদিকদের সংগঠন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মুজিবনগর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের গণপূর্ত রেস্ট হাউসে আজ সোমবার দিনব্যাপী এক উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে সকল সদস্য সম্মতিক্রমে মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্সকে পুনরায় সভাপতি ও ভোরের কাগজের ও মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুজিবনগর উপজেলা প্রতিনিধি হাসান মোস্তাফিজুর রহমান (শের খান) কে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কমিটি ঘোষনা করেন।

মেহেরপুর প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সভাপতি জৈষ্ঠ সাংবাদিক রুহুল কুদ্দুস টিটো উপস্থিত থেকে সকল সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান ।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি দৈনিক সংগ্রাম প্রতিনিধি খাইরুল বাশার, সাংগঠনিক সম্পাদক নিউজ টোয়েন্টিফোর প্রতিনিধি সানোয়ার হোসেন ডালিম, কোষাধক্ষ্য মাথাভাঙ্গা ও যায়যায় দিন প্রতিনিধি শেখ শফিউদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক জবাবদিহি প্রতিনিধি শাকিল রেজা।

নির্বাহী সদস্যরা হলেন, সময়ের সমীকরনের প্রতিনিধি সোহাগ মন্ডল, আকাশ খবরের প্রতিনিধি রেজাউল করিম, দৈনিক চুয়াডাঙ্গা পত্রিকার প্রতিনিধি জাহিদ হাসান, দৈনিক সত্য খবরের প্রতিনিধি তুহিন আলী।

এর আগে প্রথম সেশনে কমিটির বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং সবার মতামত গ্রহন সাপেক্ষে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। দুপুরের বিরতির পরে দ্বিতীয় সেশনে নতুন কমিটি ঘোষনা এবং শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে বিনামূল্যে হুইল চেয়ার ও ট্রাই সাইকেল বিতরণ

মেহেরপুরে বিনামূল্যে হুইল চেয়ার ও ট্রাই সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) সকাল দশটার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও প্রতিবন্ধী সেবা সাহায্য কেন্দ্রের আয়োজনে বিনামূল্যে এ হুইল চেয়ার ও ট্রাই সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান করা হয়।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ

ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টি, জেলা সমাজসেবা অফিসের উপ পরিচালক আশাদুল ইসলাম।

জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালট্যান্ট ফিজিওথেরাপি ডাঃ মোঃ আব্দুল হাই।

পরে সেখানে উপস্থিত প্রতিবন্ধীদের ১৩ টি হুইল চেয়ার ও ১০ টি ট্রাই সাইকেল বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে ছাত্রদের ‘বিনা লাভের দোকান’ পরিচালনা কর্মসূচির উদ্বোধন

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বিনা লাভে দোকান পরিচালনা কর্মসূচির উদ্বোধন করেছে মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ছাত্ররা।

আজ রবিবার (২০ অক্টোবর) সকাল ৯ টার সময় শহরের পৌরসভার গেট সংলগ্ন চত্বরে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

এ সময়ে উপস্থিত ছিল শিক্ষক সাব্বির আহমেদ সহ ছাত্র প্রতিনিধি ইমতিয়াজ হোসেন, আশিক রাব্বি, তামিম আহমেদ।

দোকানে ডিম, আলু, পেয়াজ, মরিচ, শাক, কাচকলা সহ বিভিন্ন সবজি বিক্রয় করা হয়। কেজি প্রতি কাঁচা মরিচ ২৬০ টাকা, পুঁইশাক ১০, কলা ১০, কলমি শাক ১০, পেঁয়াজ ৯০, আলু ৫২, মিষ্টি কুমড়া ৩০ টাকা কেজিতে এবং প্রতি পিস ডিম ১২ টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে।

দোকানে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি কিনে কোন লাভ ছাড়াই এ সকল পণ্য বিক্রি করছে ছাত্ররা ন্যায্য মূল্যে সবজি সহ অন্যান্য পণ্য পেয়ে খুশি ক্রেতারা।

আর ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বলছে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে না আসা